আখিরাতের

শেষ সম্বল

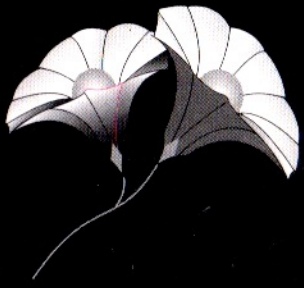

বেগম সাজেদা সামাদ

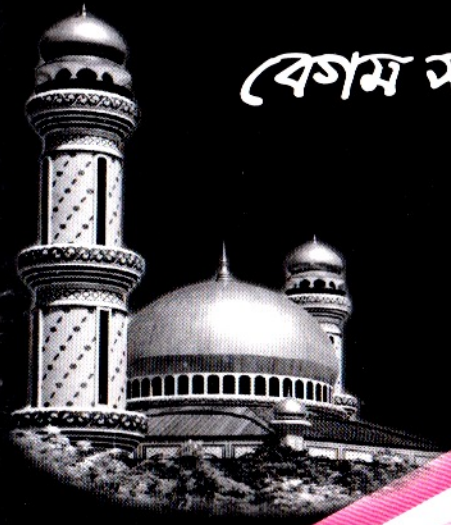

بسم الله الرحمن الرحيم

আখিরাতের শেষ সম্বল

বেগম সাজেদা সামাদ

-ঃ প্রকাশনায় ঃ-
দিশারী জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্র, নিউ মার্কেট, বগুড়া।
(একটি পরিপূর্ণ মানব কল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।)

আখিরাতের শেষ সম্বল

- বেগম সাজেদা সামাদ

প্রকাশকঃ মুহাম্মদ মুখলিছুর রহমান (মুকুল)
চেয়ারম্যান, দিশারী জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্র, নিউমার্কেট, বগুড়া।
০৫১-৭৮১৭৪, ০১৭১৮-৩২৯৪৪৫

স্বত্বঃ লেখিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশকালঃ অক্টোবর-২০১০ইং

বর্ণ বিন্যাসঃ ইখওয়ান কম্পিউটার
ইসলামী ব্যাংক প্লাজা, থানা রোড, বগুড়া।
মোবাইল-০১৭১৬-৫৫৩০৪৯

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ১৫/- টাকা মাত্র।

Akhirater Shes Sombol. Written by Begum Sajeda Samad, Published by: Muhammad Mukhlisur Rahman Mukul, Dishari gan bikash kendro, new market, Bogra. Price- 15/- Only.

উৎসর্গ

আমার উত্তরাধিকারী যাদেরকে আমি আল-কুরআনের আলোয় আলোকিত এবং ইসলামী জিন্দেগীতে সক্রিয় দেখতে চাই।

আমার একান্ত আদরের ছেলে, মেয়ে, জামাই, নাতনী।

- ❖ মোঃ সাব্বির শাহরিয়ার (শুভ)
- ❖ ডাঃ সুরাইয়া সিদ্দিকা (সুমী)
- ❖ ডাঃ মোহাম্মদ লোকমান (রুমান)
- ❖ যারীন তাছফিয়া

- বেগম সাজেদা সামাদ

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং-
✠ মানুষ সৃষ্টি।	৫
✠ মানুষের সফল আমল।	৫
✠ মু'মিনের পরিচয়।	৮
✠ মুমিনের বৈশিষ্ট্য।	৯
✠ আখিরাতের চিত্র।	১২
✠ মানব জীবনে আখিরাত কখন শুরু হয়?	১৭
✠ আখিরাতের সফলতা।	১৯
✠ সফলতার জন্য আমাদের করণীয়।	২২
✠ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের ফল লাভের ভিত্তি।	২৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

আল্লাহ পাক মানব জাতিকে দুনিয়ার সুখ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপনের পদ্ধতি ও আখিরাতের মুক্তি ও শান্তির পথ দেখানোর জন্যেই যুগে যুগে নবী ও রাসুল (সাঃ) পাঠিয়েছেন। নবী ও রাসুল (সাঃ) গণের নিকট ওহীর মাধ্যমেই ইসলামী জীবন বিধানের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর নিকট কুরআন নামে যে কিতাব পাঠিয়েছেন তাই মানব জাতির জন্যে চিরস্থায়ী বিধান এবং দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে চলার পথের দিশা নিতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ হতে।

সবাইকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখিরাতের দিকে ধাবিত হতে হবে। তাই আখিরাতের সফলতার জন্য কি করণীয় তা জেনে নিতে হবে কুরআন থেকে। এই বইটিতে আখিরাতের সফলতার কিছু কথা ও পথ বাতলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন এই বই এর পাঠক পাঠিকা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে পরকালের সফলতা দান করেন আমীন। ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তা সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

- বেগম সাজেদা সামাদ

মানুষ সৃষ্টি

মহান আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী সৃষ্টি করে সেখানে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠানোর ইচ্ছা পেশ করলেন "আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করব আমার খলিফা।" (সূরা বাকারাহ)। আসমান জমিনের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে এই দুনিয়ায় তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। আর এই প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে মানুষ সৃষ্টির সেরা, তার পরিচয় আশরাফুল মাখলুকাত।

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

"পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সব গুলিকে উহার শোভা করেছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্যে যে, এদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।" (সূরা কাহাফ- ৭ আয়াত)

"মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ব তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।" (সূরা মুলক ১, ২ আয়াত।)

মানুষের সফল আমল ঃ

মানুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু কাজ করে তা তার জীবনের আমল। আমল মানুষের জীবনে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা বয়ে আনবে, তাই সফল আমল নৈতিকতাহীন ও মনুষ্যত্বহীন জীবনবোধ, হারাম রুজি, বিশৃংখল সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ, মনের কলুষতা এসবের উর্ধে থেকে মানুষ কিভাবে কোন আমল দ্বারা তার জীবনের সফলতা বয়ে নিয়ে আনতে পারে ও শান্তি পূর্ণ জীবনের অধিকারী হতে পারে, সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণময় জীবনের প্রত্যাশী হতে পারে- তারই নির্ভুল নির্দেশিকা কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক এভাবে বর্ণনা করেছেন-

"যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরকালে যারা নিশ্চিত

বিশ্বাসী তারাই প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।" (সূরা বাকারা ৩-৫ আয়াত)

মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ط) وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকবে, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্যে নিষেধ করবে তারাই সফলকাম।" (সূরা আল ইমরান ১০৪ আয়াত।)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (ط) وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (ط) فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (ط) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

"জীবন মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। যাকে অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সেই সফলকাম। এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" (সূরা আল ইমরান- ১৮৫ আয়াত।)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوا (فق) وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক; আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (আল ইমরান- ২০০ আয়াত)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

"হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে সংগ্রাম কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (মায়িদা- ৩৫ আয়াত)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা ছালাতে বিনয় নম্র। যারা বাজে ক্রিয়া কলাপ হতে বিরত থাকে। যারা যাকাতের পন্থা অবলম্বন করে। যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে।" (মুমিনুন- ১-৫ আয়াত)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ-

"যারা আল্লাহ ও তার রাসুল (সাঃ) এর আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।" (সূরা নুর- ৫২ আয়াত)

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ (ط) ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ (ز) وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

"অতএব আত্মীয়কে দিও তার প্রাপ্য এবং অভাব গ্রস্থ ও মুসাফিরকে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য ইহাই শ্রেয় এবং তারাই সফল কাম।" (সূরা রুম- ৩৮ আয়াত)

الٓمّٓ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

"আলীফ-লাম- মীম এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত, পথনির্দেশ ও দয়া স্বরুপ সৎকর্মপরায়নদের জন্য যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তারাই

আখিরাতের নিশ্চিত বিশ্বাসী। তারাই প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।" (সূরা লুকমান- ১-৫ আয়াত)

মুমিনের পরিচয়

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। নিছক খেলার ছলে মানুষকে যে সৃষ্টি করা হয়নি একথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বার বার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ এই বিশ্বে খোদায়ী জীবন বিধান কায়েম করবে, আল্লাহর গুণগান করবে, সর্বোপরি তার অনুগত দাস হয়ে জীবন যাপন করবে। এর জন্য যে জিনিস প্রয়োজন তাহলো ঈমান বা বিশ্বাস।

যিনি আল্লাহর অস্তিত্ব সত্য বলে স্বীকার করেন এবং নবী রাসূলগণের মাধ্যমে যে সত্যসমূহ পাঠিয়েছেন তার স্বীকৃতি দেন এবং অন্তরে গ্রহণ করেন তিনিই মুমিন।

আল্লাহর দেয়া স্বাধীনতাকে যারা আল্লাহর আইন কানুন মানার পক্ষে ব্যবহার করবে তাদের জন্য দুনিয়ার শান্তি আখিরাতে মুক্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। যারা এভাবে আল্লাহর মনোনিত পথে চলবে। আল্লাহর আইন-কানুন বিধি-বিধান, হুকুম-আহকাম মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেয় তারাই মুমিন বা মুসলিম। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে সূরা আনফালের ২নং আয়াতে বলেছেন যে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ -

"সন্দেহ নাই মুমিন তারাই- যাদের সামনে কখনও আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে, আল্লাহর কথা আলোচিত হলে তাদের দিল কেঁপে উঠে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তাই তারা কেবলমাত্র রবের উপরই তাওয়াক্কুল করে। তারা সালাত কায়েম করে, আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে- তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে মর্যাদা ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।"

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (ط) وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"মুমিনদের যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ডাকা হয় তখন তাদের মুখ থেকে দুটি কথা উচ্চারিত হওয়া উচিৎ -আমরা এ নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলাম এবং বিনা দ্বিধায় মাথা পেতে মেনে নিলাম।" (সূরা নুর ৫১ নং আয়াত)

"তারাই মুমিন যারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুলের প্রতি ঈমান আনে এবং রাসুলের সংগে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তারা অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না। যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলে বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা নুর ৬২ আয়াত)

"রহমান এর বান্দা তারাই যারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্মোধন করে- তখন তারা বলে 'সালাম' এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত ও দন্ডায়মান অবস্থায় এবং তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। উহার শাস্তি বড়ই কঠিন। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে উহা নিকৃষ্ট। এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যায় করে না, অপচয় করে না, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। তারা আল্লাহর সহিত কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না, যেগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে।" (সূরা ফুরকান ৬৩- ৬৮ আয়াত)

হাদীসঃ রাসুলে পাক (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ ঈমানদার বা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না - তার প্রবৃত্তিকে ঐ হেদায়াত অনুযায়ী বানাতে সক্ষম হয়, যা আমিএনেছি। (বুখারী)

মুমিনের বৈশিষ্ট্য

ঈমানদার লোকদের দ্বারা গোটা মানব জাতির কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই মহান আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য। সেই লোকদেরকে মানবতা মনুষ্যত্বের মূর্ত প্রতীক রুপে

গড়ে তোলা এর স্বাভাবিক দাবী। আল্লাহতায়ালা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তা বর্ণনা করেছেন উত্তম আখলাক, উত্তম গুণাবলী, আচরণ বিধি এবং দোষ ত্রুটির ব্যাপারে সাবধান করেছেন, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক জীবন কলুষিত করে। আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন- "নিশ্চয় তুমি উত্তম চরিত্রের অধিকারী"।

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সুরা আহযাব ২১ আয়াত।)

সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ পাক মু'মিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ (ج) وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ (لا) وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ (ج) وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ (ج) وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا (ج) وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ (ط) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا (ط) وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

(১) ঈমান আনা।
(২) অভাবী লোকদের আর্থিক সাহায্য দান।
(৩) নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায়।
(৪) ওয়াদা পূরণ করা।
(৫) ছবর করা, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত।

সূরা মায়েদার ৫৪নং আয়াতে আল্লাহ পাক মোমিনের ৪টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন-

(১) আল্লাহর কাছে যারা প্রিয় তারাও আল্লাহকে ভালবাসেন।
(২) মুমিনদের প্রতি বিনয় ও নম্র আচরণ এবং কুফুরীর প্রতি আপোষহীন কঠোর মনোভাবের অধিকারী।
(৩) তারা আল্লাহর পথে নিরলস সংগ্রামী।

(৪) কোন নিন্দুকের নিন্দা, সমালোচকের সমালোচনা তাদের প্রতি প্রভাব ফেলতে পারে না।

সূরা রা'দের ২০-২২নং আয়াতে মুমিনের ৮টি বৈশিষ্ট্যর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবে এবং কোন প্রকার চুক্তি লংঘন করবে না।
(২) আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার চেষ্টা করবে।
(৩) আল্লাহকে সর্বাবস্থায় ভয় করবে।
(৪) আখিরাতের হিসেবের পরিণতিকে ভয় করবে।
(৫) আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সবর করবে।
(৬) নামায কায়েম করবে।
(৭) আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করবে।
(৮) দূর্ব্যবহারের মুকাবেলায় সদ্ব্যবহার করবে, ভাল দিয়ে খারাপের মোকাবেলা করবে।

হাদীসঃ জনৈক সাহাবা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন- আমার রাসুল (সঃ) এর জীবন কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিলেন তুমি কি কোরআন পড়নি? সমগ্র কোরআন এর বাস্তব রুপ ছিল রাসুল (সাঃ) এর জীবন।

হাদীসে রাসুল (সাঃ) মুমিনদের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে বলেছেন তা হলোঃ-

(১) আদর্শের প্রতি অবিচল থাকা।
(২) ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা।
(৩) কুরআন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা (বিষয়বস্তু ইতিহাস)
(৪) কোমল হৃদয়।
(৫) সত্য প্রকাশে অকুতোভয়।
(৬) লোভহীন- ত্যাগী হওয়া।
(৭) সর্ব অবস্থায় ধৈর্য্যশীল হওয়া।
(৮) কথায় ও কাজে মিল থাকা।
(৯) উত্তম আমলের অধিকারী হওয়া
(১০) অনুপম চরিত্রের অধিকারী হওয়া।
(১১) কথা কম বলা (প্রয়োজনমত)
(১২) অধিক ধৈর্য্যের পরিচয় দেওয়া।
(১৩) কথার পরিবর্তে চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে প্রভাব সৃষ্টি করা।
(১৪) দূর্বলতার সমালোচনা না করে সৎগুণাবলীর বিকাশে সহায়তা কর।

(১৫) ব্যবহার অমায়ীক হওয়া।

(১৬) মনকে অহেতুক ধারণা থেকে মুক্ত রাখা।

আখিরাতের চিত্র

আখিরাত আরবী শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ পরিণাম, পরকাল, শেষফল, শেষ পরিণতি ইত্যাদি। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়- মানুষের মৃত্যুর পর মূহর্ত থেকে যে অনন্তজীবন শুরু হয় তাকেই আখিরাত বলে। কবরের জগতে মানুষের অবস্থান কেমন হবে, তাদেরকে সওয়াল জবাব কিভাবে করা হবে, মানুষ কিভাবে হাশরের ময়দানে হাজির হবে, হাশরের মাঠ কোথায় হবে, সেইদিন মানুষের অবস্থা কেমন হবে, নেককার ও পাপীদের অবস্থা কেমন হবে, কাকে কেমন আমল নামা দেয়া হবে, রাসুল (সাঃ) কার জন্য সুপারিশ করবেন, কার জন্য সুপারিশ করবেন না, আর সে দিন মানুষের ধনসম্পদ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কি ভূমিকা হবে, বিচারের পর জান্নাতবাসীদের কিভাবে স্ব-সম্মানে অভ্যর্থনা জানানো হবে এবং জাহান্নাম বাসীদের কিভাবে লজ্জিত করা হবে, বিস্তারিতভাবে আল কুরআনে এবং আল হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে আখিরাতের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো। "আর তোমরা সেদিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না, কারও কাছ থেকে ক্ষতি পূরণ নেয়া হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।" (সুরা বাকারা ৪৮ আয়াত।)

"তোমরা ভয় কর সে দিন যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দু মাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা এবং অপরাধীরাও সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" (সুরা বাকারা ১২৩ আয়াত।)

"যে দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীলচক্ষু অবস্থায় তারা চুপিসারে পরস্পরে বলাবলি করবে, তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে। তারা কি বলে- আমিতো ভালভাবে জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে; তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।" (সুরা ত্বহা- ১০২ম, ১০৪ আয়াত।)

" যে আমার স্মরণ (কুরআন-হাদীসের নছিহত) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জন্য দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের

দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাবো। সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ করে উঠালে? আমিতো চক্ষুষ্মান ছিলাম? আল্লাহ বলবেনঃ যেমন করে তোমার কাছে আমার আয়াত এসেছিল অতঃপর তুমি সেগুলি ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।" (সুরা ত্বহা ১২৪-১২৬ আয়াত)

"যখন পৃথিবী তার আপন কম্পনে প্রকম্পিত হবে। তখন সে তার মধ্যকার বোঝা বের করে দিবে এবং মানুষ বলবে এর কি হল, সেদিন সেতার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ- পালনকর্তা তাকে আদেশ করবে। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বের হবে যাতে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। তৎপর কেউ অণু পরিমাণ ভাল কাজ করলে দেখতে পাবে এবং অণুপরিমাণ মন্দ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে।" (সুরা যিলযাল।)

"অতঃপর যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে সুখী জীবন যাপন করবে আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা কি? তা প্রজ্জ্বলিত আগুন।" (সুরা ক্বারীয়াহ্ ৬-১১ আয়াত।)

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا (ج) وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ○
وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ (ط) هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ-

" যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে সে উত্তম প্রতিফল পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাকে আগুনে মুখ উল্টো করে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে তারই প্রতিফল তোমরা পাবে।" (সুরা নামল- ৮৯-৯০ আয়াত।)

" কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে নিঃসংগ অবস্থায় একাকী আসবে।" (সুরা মারিয়াম- ৯৫ আয়াত।)

"সেদিন দয়াময় আল্লাহর কাছে পরহেজগারদেরকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করা হবে এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে; সে ছাড়া আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না।" (সুরা মারইয়াম ৮৫-৮৮ আয়াত।)

"সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদের একত্রে সমবেত করবো। অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব।" (সুরা মারইয়াম ৬৮নং আয়াত।)

"নিশ্চয় ফায়সালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত সময়, যে দিন কোন বন্ধুই কোন উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়।" (সুরা দুখান ৪০-৪২ নং আয়াত।)

وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ০ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ০

"আর যখন কবরসমূহ খুলে দেওয়া হবে, তখন প্রত্যেককে তার আগের ও পরের কৃতকর্ম জানতে পারবে।" (সুরা ইনফিতার ৪-৫ আয়াত।)

" আপনাদের কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? সেদিন অনেক মুখমন্ডল হবে ভীত সন্ত্রস্ত, ক্লিষ্ট ক্লান্ত। তারা জলন্ত আগুনে পতিত হবে। (সুরা গাশিয়া- ১-৪নং আয়াত)

হাদীসঃ

(১) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, (যখন রাসূল (সাঃ) এর উপর কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল "আর তোমরা আত্মীয় প্রতিবেশীদের ভীতি প্রদর্শন কর" তখন রাসূলুল্লাহ, (সাঃ) কোরাইশদের একত্র করে বললেন, হে কোরাইশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোনই উপকার করতে পারব না। হে আবদে মানাফের বংশধর! আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে বিন্দুমাত্র রক্ষা করতে পারব না। হে রাসূলের চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে আপনাদের আমি বিন্দুমাত্র বাঁচাতে পারবো না। হে রাসূলের (সাঃ) ফুফু সুফিয়া! পরকালে আল্লাহর শাস্তি থেকে আমি রক্ষা করতে পারব না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা! আমার ধন সম্পদ থেকে তোমার যা ইচ্ছা তা নিতে

পার, কিন্তু পরকালিন আযাব থেকে (কেবল কন্যা হবার কারণে) তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। (সহীহ আল বুখারী)

(২) আবু মাসউদ (রাঃ) নবী করিম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তান এক কদমও নড়তে পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে তা হলো-

ক. সে তার ইহকাল কোন কোন কাজে ব্যয় করেছে?

খ. যৌবনের শক্তি সামর্থ কোন কাজে ব্যয় করেছে?

গ. ধন-সম্পদ, অর্থকড়ি কোন পথে আয় করেছে?

ঘ. কোথায় কোন পথে তা ব্যয় করেছে?

ঙ. দ্বীনের জ্ঞান সে কতটুকু অর্জন করেছে এবং সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে,

(৩) হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি দোযখের কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। তাঁর কান্না দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আয়িশা! কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আমার দোযখের কথা স্মরণ হয়েছে তাই আমি কাঁদছি। ওগো কিয়ামতের দিন কি আপনারা আপনাদের স্ত্রীদের কথা স্মরণ করবেন? তিনি বললেন, অবশ্যই তবে তিনটি জায়গায় কারো কথা কারো মনে থাকবে না- (১) মীযানের কাছে যেখানে মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে। তখন প্রত্যেকেই চিন্তায় থাকবে যে, তার পাল্লা ভারী হবে না কি হালকা হবে। (২) সে সময় যখন আমলনামা হাতে দেওয়া হবে এবং বলা হবে তোমার রেকর্ড পড়, তখন সকলেই এই দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে নাকি পিছন থেকে বাম হাতে দেওয়া হবে। (৩) তখন-যখন জাহান্নামের উপর রাখা পুলসিরাত পার হতে হবে। (আবু দাউদ)।

(৪) হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন- কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে মথিত আটার ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ যমীনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারো কোন ঘর বাড়ীর চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী-মুসলিম)

(৫) হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে খালি, উলঙ্গ ও খাৎনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! (সাঃ) এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকাবে। নবী (সাঃ) বললেন, হে আয়িশা! সেদিনের অবস্থা এতো ভয়াবহ হবে যে, একে অপরের দিকে তাকাবার কোন চিন্তাই করবে না। (বুখারী-মুসলিম)

(৬) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন মোটাতাজা ধনী লোককে হাজির করা হবে; আল্লাহর কাছে যার মর্যাদা একটা মশার ডানার সমানও হবে না। অতপর হুজুর (সাঃ) অত্র আয়াত পাঠ করতে বললেন, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য মিযান কায়েম করব না কারণ তাদের পরিমাপযোগ্য কোন কাজ থাকবে না। (বুখারী-মুসলিম)।

(৭) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (সাঃ) নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন- "যেদিন যমীন তার যাবতীয় খবর বলে দিবে" অতঃপর মহানবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পার যমীনের সংবাদগুলো কি কি? সাহাবারা আরয করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সাঃ) ভাল জানেন। নবী (সাঃ) বললেন- যমীনের সংবাদ হলো (কিয়ামতের দিন) যমীন তার সাক্ষ্য দিবে। যমীন বলবে- আমার বুকের উপর অমুক অমুক লোক এই কাজ করেছে। হুজুর (সাঃ) বললেনঃ এই হলো যমীনের খবর। (আহমদ-তিরমিযী)।

(৮) হযরত আ'দী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে এমন একজনও কি নেই যার সাথে অচিরেই তার রব কথা বলবেন সে সময় তার এবং তার রবের মধ্যে কোন অনুবাদক বা কোন আড়াল থাকবে না। সে ডান দিকে তাকাবে কিন্তু নিজের পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সে সামনের দিকে তাকাবে কিন্তু জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। তাই তোমরা সে আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। এমন কি একটা খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও। (বুখারী-মুসলিম)

(৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সেদিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন- "যেদিন মানুষ বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে" সেদিন কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? (কারণ সেদিনের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান)। রাসূল (সাঃ) বললেন, সেদিন খোদাদ্রোহী ও পাপীদের জন্য খুবই কঠিন ও দীর্ঘ হবে কিন্তু মোমিনের জন্য সেদিন হবে খুবই হালকা, ফরয সালাত আদায় করারই মত। (মিশকাত)।

(১০) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- আমি হাউজে কাওছারের পাড়ে তোমাদের আগেই পৌছে যাব। যে আমার কাছে আসবে তাকে পানি পান করানো হবে এবং যে একবার সে পানি

পান করবে তার আর কোনদিন পিপাসা লাগবে না। সেদিন এমন অনেক মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসবে যাদের আমি চিনবো এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেয়া হবে না। আমি বলবো তারা তো আমার লোক! আসতে দাও, উত্তরে বলা হবে আপনি জানেন না, আপনার পরে তারা আপনার দ্বীনে কত নতুন কথা যোগ করেছে। অতঃপর আমি বলবো 'দূরে থাক দূরে থাক'। ওসব লোক যারা আমার পরে দ্বীনে বিকৃতি ঢুকিয়েছে। (বুখারী-মুসলিম)।

(১১) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি কি তোমাকে সম্মান, প্রতিপত্তি ও স্ত্রী দান করি নি? আমি তোমাকে ঘোড়া ও উট দান করি নি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দান করি নি? যার ফলে তুমি ট্যাক্স আদায় করতে? লোকটি এগুলির সত্যতা স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন তুমি কি ধারণা করেছিলে? একদিন তোমার সংগে আমার সাক্ষাত হবে? সে উত্তর দিবে না, আমি সে ধারণা করি নি। আল্লাহ বলবেন, তুমি আমাকে যেভাবে ভুলে ছিলে, আমিও তোমাকে সে ভাবে ভুলে থাকবো। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, ঐ একইভাবে তাকেও জিজ্ঞাসা করা হবে। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, তাকেও জিজ্ঞাসা করা হবে। সে বলবে, হে আমার রব! আমি আপনার উপর আপনার কিতাবের উপর, আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলাম, আর আমি সালাত আদায় করতাম। এভাবে সর্বশক্তি দিয়ে সে তার কৃত পূর্ণ কাজের হিসেব দিতে থাকবে। আল্লাহ বলবেন, এখন আমি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী হাজির করছি। লোকটি মনে মনে ভাববে- কে সে সাক্ষ্যদাতা! অতঃপর তার বাকশক্তি হরণ করা হবে। তার উরুর গোস্ত ও হাড়ের কাছে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তারা তার চরিত্রের বৈসাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করে দিবে। এভাবে আল্লাহ তার কথা বানাবার পথ বন্ধ করে দিবেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, এ ব্যক্তি মুনাফিক, সে দুনিয়াতে মুনাফিকীতে লিপ্ত ছিল এবং সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যার উপর ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট। (মুসলিম)।

মানব জীবনে আখিরাতের শুরু কখন হয় ঃ

আখিরাতের দুটি পর্যায়। একটি আলমে বরযখ অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত। লোক চক্ষুর অন্তরালে যে মধ্যবর্তী সময় রয়েছে তাকে আলমে বরযখ বলা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কিয়ামত বা পুনরুত্থান বা বিচার দিবস। কিয়ামতের আরো একটি স্তর হচ্ছে বিচারের পর শেষ আবাস স্থল। পৃথিবী লয়ের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর

আল্লাহরই নির্দেশে এক নতুন জগত তৈরী হবে। প্রতিটি মানুষ পূণঃজীবন লাভ করে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। দুনিয়ার জীবনে সে ভাল মন্দ যা কিছুই করেছে, তার হিসেব নিকেশ সেদিন তাকে দিতে হবে আল্লাহর দরবারে। এটিকে বলা হয়েছে বিচার দিবস। এই দিবসের একচ্ছত্র মালিক ও বিচারক হবেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। মানুষের জীবনের মৃত্যু হয় না, হয় স্থানান্তর। সকল মানুষের জীবন একত্রে সৃষ্টি করেছেন, যাকে আত্মা বলে। আত্মা মানে লাইফ বা হায়াত। আত্মার ৬টি অধ্যায়ঃ-

১. আরহামুল উম্মেহা- অর্থ ঃ মাতৃগর্ভ (১ম অধ্যায়)।
২. হায়াতুদ দুনইয়া - অর্থ ঃ দুনিয়ার জীবন (২য় অধ্যায়)।
৩. ইয়াওমাল মাউতে- অর্থঃ ইন্তিকাল স্থানান্তর (৩য় অধ্যায়)।
৪. আলমে বরযখ- অর্থঃ কবর (৪র্থ অধ্যায়)।
৫. হাশর - অর্থ ঃ সম্মেলন (৫ম অধ্যায়)
৬. আসহাবুল জান্নাত ওয়া আসহাবুন নার- অর্থঃ জান্নাত-জাহান্নাম (৬ষ্ঠ অধ্যায়)

আখিরাতে প্রতিটি মানুষ পূনর্জীবন লাভ করে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। দুনিয়ার জীবনের সমস্ত ভাল মন্দ কাজের হিসেব হবে। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর হুকুম ও আইন মেনে চলেছে তার নির্দেশিত পথে কাজ করেছে তাদের পুরস্কার জান্নাত। আর যারা নাফরমানি করেছে তাদের শাস্তি জাহান্নাম। এক কথায় আখিরাত হচ্ছে জীবনের শেষ অংশ বা শেষ অধ্যায়। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন সুরায় উল্লেখ করেছেন।

১. সেদিন প্রথম শিংগা ধ্বনি বিশ্বকে প্রকম্পিত করবে, পরে দ্বিতীয় শিংগা ধ্বনিত হবে। সেদিন অনেক হৃদয় ভীত বিহবল হবে। তাদের দৃষ্টি নত হবে। (সুরা নাযিয়াত- ৬-৯ আয়াত)
২. "যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, যার বাস্তবতার কোন সংশয় নেই। এটা কাকেও নীচু করে দিবে, কাকেও করবে সমুন্নত। যখন প্রবল প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। ফলে তা পর্যবসিত হবে- উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়।" (সুরা ওয়াকিয়াহ্ ১-৬ আয়াত)

৩. "মানুষ প্রশ্ন করে কিয়ামত দিবস কবে? যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ বলবেঃ পালাবার জায়গা কোথায়? না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। আমার প্রতিপালকের কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে।" (সুরা কিয়ামাহ্ ৬-১২ আয়াত)

হাদীস ঃ নবী করিম (সাঃ) হাদীসের ভাষায় উল্লেখ করেছেনঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, দু'ব্যক্তি কাপড় বেচা-কেনা করছে, কাপড় সামনে রাখা আছে, এমন সময় কিয়ামত এসে যাবে। তারা দু'জনে কাপড়ের ব্যাপারে ফায়সালা করতে পারবে না। এমনকি কাপড়কে গুছিয়ে রাখতে পারবে না। এক ব্যক্তি উটনীর দুধ দোহন করে ঘরে নিয়ে চলেছে, এমন সময় কিয়ামত এসে যাবে, তা আর ব্যবহার করার সুযোগ মিলবে না। এক ব্যক্তি পানির আধার তৈরী করছে, এমন সময় কিয়ামত এসে যাবে। সে ঐ আধার থেকে পশুকে পানি পান করাতেও পারবে না। কেউ খাবারের মুঠি মুখে তুলেছে, এমন সময় কিয়ামত এসে যাবে, সে ঐ মুঠি তার মুখ পর্যন্ত পৌছাতেও পারবে না- কিয়ামত হয়ে যাবে। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ্)

আখিরাতের সফলতা ঃ

মহান আল্লাহ পাক আসমান যমীনের মালিক। আল্লাহ পাক মানব জাতিকে দুনিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপনের পদ্ধতি ও আখিরাতের মুক্তি ও শান্তির পথ দেখানোর জন্যই যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী ও রাসূল (সাঃ) গণের নিকট ওয়াহীর মাধ্যমেই ইসলামী জীবন বিধানের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর নিকট কুরআন নামে যে কিতাব পাঠিয়েছেন, তাই মানবজাতির জন্য চিরস্থায়ী বিধান। এই বিধানের পূর্ণ অনুসারীরা সফলতা লাভ করবে।

আখিরাতের সফলতা লাভের উপায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা করা হলো ঃ

(১) সুরা বাকারার ১-১৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন- 'তারাই আখিরাতে সফলতা পাবে, যারা ৫টি মর্যাদার অধিকারী হবে।

★ যারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে,
★ নামায কায়েম করে।
★ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর পথে দান করে।
★ আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ও পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করবে।
★ আখেরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখে।

(২) আখিরাতে নিশ্চিত সফলতা তাদের যারা-

❖ নামাযে বিনয় নম্রতা ঘটায়; সে সাথে নামাযের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ দাবী পূরণ করে।
❖ অর্থহীন কার্যক্রম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে।
❖ আত্মশুদ্ধি বা তাজকিয়ায়ে নাফসের জন্য সাধনা করে।
❖ যৌন চাহিদা পূরণে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে না।
❖ আমানত ও ওয়াদাসমূহের সংরক্ষণ করে। (সুরা মু'মিনুন ১-৯ আয়াত)

(৩) আল্লাহর পাক পবিত্র কুরআনের সুরায়ে শুরার ৩৪-৪৩ নং আয়াতে এই অংশে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা তার কাছে গচ্ছিত জান্নাত দানের ওয়াদা করে বলেছেন, যাদের মধ্যে এই গুণাবলীর বিকাশ ঘটবে-

❖ সত্যিকারের ঈমানের অধিকারী হবে এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করবে।
❖ সকল প্রকার কবিরা গুনাহ ও ফাহেশা কার্যক্রম পরিহার করে চলবে।
❖ রাগের অবস্থা সৃষ্টি হলে ক্ষমা প্রদর্শন করবে।
❖ আল্লাহর ডাকে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে সাড়া দিবে।
❖ নামায কায়েম করবে।
❖ তাদের মধ্যে সামাজিক নিয়ম শৃংখলা থাকবে। এবং যাবতীয় কার্যক্রম পরামর্শের ভিত্তিতে করবে।
❖ আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে খরচ করবে।
❖ খোদাদ্রোহী শক্তির বাড়াবাড়ি, সীমালংঘন এবং জুলুম অত্যাচার প্রতিহত করার যোগ্যতা অর্জন করবে।
❖ অবশ্য মিটমাট করার সুযোগ থাকলে ক্ষমা প্রদর্শন ও গোলমাল ও গোলযোগ মিটিয়ে ফেলা আল্লাহ বেশী পছন্দ করেন।

(৪) সুরা আলে-ইমরানের ১৩৪-১৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন যে, আখিরাতে সফলতার মাপকাঠি তারা- যারা দুনিয়াতের ৩টি গুণ অর্জন করতে পারবে।

❖ আল্লাহর পথে দান করবে স্বচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায়।

❖ রাগের সময় ক্রোধকে সংবরণ করবে।

❖ এবং ক্ষমা করে দিবে।

(৫) সুরা তাওবার ১১১নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন, তারাই সুশীতল জান্নাতের অধিকারী হবে, যারা দুনিয়াতে নিজেদের জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিতে পারবে আল্লাহ তার বিনিময়ে জান্নাত দিয়ে দিবেন।

(৬) ❖ যারা সর্বদা তাওবাকারী ❖ আল্লাহর প্রশংসাকারী ❖ আল্লাহর পথে ভ্রমণকারী ❖ আল্লাহর দরবারে রুকু ও সেজদা আদায়কারী ❖ সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজের বাধা দানকারী ❖ যারা আল্লাহর আইনের সীমানা রক্ষাকারী। এই সকল মু'মিনদের জান্নাতের সুসংবাদ দাও। (সুরা তাওবা-১১২নং আয়াত।)

(৭) আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সুরা আলে-ইমরানের ১০৪নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, দলবদ্ধভাবে তিনটি কাজের চেষ্টা চালালে আখেরাতে সাফল্য পাওয়া যাবে।

❖ মানুষকে হেদায়াতের বা কল্যাণের দিকে ডাকা।

❖ সৎ কাজের আদেশ দেয়া।

❖ অসৎ কাজের নিষেধ বা বাধা দেয়া।

(৮) সুরা সফের ১০-১৪নং আয়াতে উল্লেখ আছে দুনিয়া ও আখিরাতে তারাই সফলতা পাবে, যারা-

❖ আল্লাহর সাথে ব্যবসা করবে।

❖ ব্যবসার মূলধন হ'ল আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ঈমান।

❖ আল্লাহর পথে অবিরাম সংগ্রামে রত থাকতে হবে নিজের জান ও মাল দিয়ে, তাদের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পুরস্কারের ঘোষণা হচ্ছেঃ-

(ক) দোযখের কঠিন ও মর্মান্তিক আযাব থেকে মুক্তি লাভ।

(খ) পূর্বকৃত সকল গুনাহ মাফ।

(গ) জান্নাতে দাখিল হওয়া।
(ঘ) ঐ জান্নাতে প্রবেশ যার নীচে ঝরণা প্রবাহিত।
(ঙ) চিরস্থায়ী বাসস্থান যেখানে চিরকাল থাকবে।
(চ) ইহা বিরাট সাফল্য।

সফলতার জন্য আমাদের করণীয় ঃ

১. দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী তাই চিরস্থায়ী আখিরাতের সাফল্য অর্জনের পথ অনুসরণ করা।

২. আখিরাতে চিরস্থায়ী পথে দৌড়ানো যে পথের শেষ ও চির ঠিকানা জান্নাত।

৩. আখিরাতের চিরস্থায়ী কল্যাণ অর্জন করা- চিরস্থায়ী কল্যাণ ৩টিঃ (ক) জাহান্নাম থেকে বাঁচা (খ) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন (গ) আল্লাহর রহমত লাভ।

৪. ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহ থেকে বাঁচার জন্য ৪টি উপায়ঃ (ক) আমলে ছালেহ করা বা সৎ কাজ করা। (খ) না দেখে আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকা। (গ) আল্লাহমুখী অন্তর গড়া (ঘ) আখিরাতের হিসেব দেয়ার ভয়ে ভীত থাকা।

৫. মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী ঃ "এক সাহাবা রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! মানুষের দুনিয়ার জীবন কতটুকু? তিনি বললেন, গভীর সমুদ্রের মধ্যে আঙ্গুল ডুবানোর পর উপরে উঠালে আঙ্গুলের আগায় যতটুকু পানি থাকবে, মানুষের দুনিয়ার জীবন ঠিক ততটুকু।

৬. জাহান্নামের আগুন থেকে নিজে বাঁচা এবং অপরকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাতে হবে।

দূর্বল ঈমানের লোকেরা দুনিয়ার গাড়ী-বাড়ী চাকচিক্যকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নিয়ে সমস্ত প্রচেষ্টা চালায় এবং আখিরাতকে ভুলে থাকে।

৭. ঈমানদার লোকেরা নিচের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে আল্লাহর নির্দেশিত পথ।

- সুরা আত্ তাহ্‌রীমের ৬নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন- "নিজে বাঁচো ও পরিবার পরিজনদের দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।"
- সুরা ক্বফ ২নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ "মুহাম্মদ ও তার সঙ্গী সাথীরা পরস্পর কোমল ও কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানায়, আখিরাত জীবনে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য।"

৮. মানব জীবনে সবচেয়ে বড় সফলতা হল অকল্যাণ থেকে বাঁচাঃ "দুনিয়া মানুষকে মোহবিষ্ট করে রাখে নিজের দিকে। তাই মানুষ আসল লক্ষ্য ভুলে থাকে।"

সুরা জুমআ- ১৫ নং আয়াত মহান আল্লাহ বলেন- "হে নবী বলে দাও, আসল ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তারা, যারা ধ্বংস করল নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার পরিজনদের- তারাই বড় ক্ষতির মধ্যে পড়ল।"

দুনিয়ার জীবন আখিরাতের ফল লাভের ভিত্তি ঃ

দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র। এই শষ্য ক্ষেত্রে যে ফসল চাষ করবে তাই পাবে।

- যে জান্নাত পাওয়ার ফসল বুনবে- হাশরে সে তাই কাটবে।
- যে জাহান্নাম পাওয়ার ফসল বুনবে- হাশরে সে তাই কাটবে।

জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাত সেখানে চিরদিন থাকতে হবে। জান্নাতের সওগাত লাভ করার জন্য রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম যে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ রেখে গেছেন তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার মৃত্যুর পর আমরা কি করব? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, (এক) আল্লাহর কুরআন (দুই) আমার সুন্নাত। এ দুটি যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে আমল করতে পার তাহলে দুনিয়াতে কোন অকল্যাণ হবে না এবং আখিরাতে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ্ ।

(সমাপ্ত)

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দিশারী জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্র

নিউ মার্কেট, বগুড়া।

ফোনঃ ০৫১-৭৮১৭৪ স্থাপিতঃ ২০১০ ইং রেজিঃ নং- মোবাঃ ০১৭১৮-৩২৯৪৪৫

(একটি পরিপূর্ণ মানব কল্যাণমুলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।)

লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঃ-

- সার্বিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মানুষকে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক গড়ে তোলা।

বর্তমান কর্মসূচী ঃ-

- সর্বস্তরের মানুষের মাঝে জ্ঞানের প্রসার কল্পে পাঠাগারের রেজিষ্ট্রিকৃত বই বিতরণের মাধ্যমে পড়ার ব্যবস্থা করা।
- গুরুত্বপুর্ণ স্থানে পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে জাতীয় ও অন্যান্য দিবস সমূহে আলোচনা সভা ও বইপড়া প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করা।
- সকল বিপথগামী মানুষ, বিশেষ করে যুবকদের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় রোধে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক যোগাযোগ করে বাই পড়ানোর মাধ্যমে সৎ-যোগ্য নাগরিকে পরিণত করা।

ভবিষ্যত কর্মসূচী ঃ-

- **জরুরী রোগীদের রক্ত প্রদানঃ** মানুষের মানবিক প্রয়োজনে, বিশেষ করে অত্র সংস্থার উপদেষ্টা, শুভাকাংখী, সুধীমন্ডলী ও বই পাঠকদের জরুরী প্রয়োজনে তাঁদের চাহিদামত যে কোন গ্রুপের রক্ত সরবরাহের চেষ্টা করা।
- উল্লিখিত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের জন্য আপনাদের কাছে সার্বিক সাহায্য-সহযোগীতা, বুদ্ধি ও পরামর্শ কামনা করছি। মহান মা'বুদ যেন এই মানব কল্যাণমূলক ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে সবাইকে সহযোগিতা করার তৌফিক দেন। তার বদৌলতে ইহকালিন ও পরকালিন জীবনে সফলতা দান করেন। (আমিন)

খরচ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বাণী ঃ-

- আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে তোমাদের আপত্তির এমনকি কারণ থাকতে পারে? অথচ আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর। তোমাদের মধ্যে থেকে যারা ইসলাম বিজয়ের আগে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য (খাঁটিমনে) অংশগ্রহণ করেছে ও সম্পাদ খরচ করেছে, বিজয়ের পরে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণকারী ও সম্পদ খরচকারীগণ তাদের সমান হতে পারে না। পরবর্তীদের চেয়ে পূর্ববর্তীগণের মর্যাদা অনেক বেশী। অবশ্য আল্লাহ উভয়ের জন্যই উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। (সূরা হাদিদ ১০নং আয়াত)
- নাবী করিম (সাঃ) বলেছেন, লোকেরা বলে যে, এটা আমার, ওটা আমার। প্রকৃতপক্ষে সেটাই আমার (১) যা আমি খেয়ে হজম করেছি। (২) যে কাপড় পড়ে ছিঁড়ে ফেলেছি (৩) অর্থ সম্পদ হতে যা আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করেছি। (বাঁকী সব স্ত্রী-সন্তানের জন্য রেখে-খালি হাতে কবরে যেতে হবে) (আল হাদিস)

অসহায় মানুষ

এক ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম বিন আদহামের খেদমতে এসে উপদেশ বা নসিহত প্রার্থনা করল।

তিনি তাকে উপদেশ দিলেন ঃ গোনাহর কাজ করিওনা।

সে বলল ঃ আমার জন্য অসম্ভব।

ইব্রাহীম ঃ যদি তুমি আল্লাহর নাফরমানি ছাড়তে না পার, তবে তাঁর দেওয়া রিজিক খাইও না।

সে বলল ঃ এওতো সম্ভব নয়। কেননা এই দুনিয়ার সব কিছুই তো আল্লাহর দেওয়া।

ইব্রাহীম ঃ তবে আল্লাহর এই জমিন হতে বাহিরে কোথাও গিয়ে গোনাহর কাজ কর।

সে বলল ঃ আল্লাহর দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার মত জায়গা কোথায় পাব ?

ইব্রাহীম ঃ তবে এমন কোথাও গিয়ে বসবাস কর, যেখানে মৃত্যু আসার কোন সম্ভাবনা নাই।

সে বলল ঃ এমন কোন স্থানও আমার জানা নাই।

ইব্রাহীম ঃ তবে আল্লাহর আযাব হতে বাঁচবার একটিই পথ আছে। তাহলো হাশরের ময়দানে ফেরেস্তারা যখন তোমাকে দোজখের দিকে ঠেলিয়া নিতে থাকবে, তখন তাঁদেরকে মারপিট করে বেহেস্তের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করিও।

সে বলল ঃ তা কি করে সম্ভব হবে?

তখন ইব্রাহীম বলতে লাগলেন ঃ তুমি যখন এতই অসহায়, তখন কোন সাহসে আল্লাহর নাফরমানি করার সাহস করতেছ ?

এই কথা শুনে সে ব্যক্তি চিৎকার করে উঠল এবং সাথে সাথে তওবা করে ফিরে গেল।

সূত্র– "দরবারে আওলিয়া" মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা–১১০০।

প্রকাশের পথে আমাদের অন্যান্য বই সমূহ ঃ

- ▶ শিশুর ক্রম বিকাশে অবশ্য পালনীয় বিষয় সমূহ
  ❖ বেগম সাজেদা সামাদ
- ▶ নির্বাচিত হাদীস সংকলন
  ❖ বেগম সাজেদা সামাদ
- ▶ রসুলুল্লাহ (সঃ) এর চিকিৎসা বিধান (খাদ্য ও কালামুল্লাহ)
  ❖ আবু মাহনাজ মুবাশ্বিরা জীনিয়া
- ▶ দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যর্থতার মূলকারণ ও সফলতার উপায়
  ❖ আবু মাহনাজ মুবাশ্বিরা জীনিয়া